বিশ্বে সাড়ে ১১ কোটি মানুষ করোনায় সংক্রমিত: মার্কিন গবেষণা

গোটা বিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে পিলে চমকানো তথ্য দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক দল গবেষক।

তাদের দাবি, বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩ লাখ বলা হলেও এ সংখ্যাটি কম করে হলেও ১১ কোটি ৫০ লাখ। খবর দ্যা গার্ডিয়ানের।

আসলে বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জনস হোপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় বা ওয়ার্ল্ডোমিটার আমাদের যে পরিসংখ্যান দেয়, আপাতদৃষ্টিতে আমরা সেটিকেই করোনায় আক্রান্ত বা মৃতের প্রকৃত হিসাব বলে ধরে নিই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলছেন, অনেকের দেহে ভাইরাস সংক্রমিত হলেও তার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ তিনি অসুস্থ হননি। ফলে তার হাসপাতালে যাওয়ারও প্রয়োজন পড়েনি, পরীক্ষা না করায় রোগীর হিসাবের মধ্যেও তিনি আসেননি।

গার্ডিয়ান জানিয়েছে, স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের এই গবেষণাপত্র শুক্রবার প্রকাশিত হলেও তা এখনও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মূল্যায়িত হয়নি।

ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারা কাউন্টির ৩ হাজার ৩৩০ ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এ গবেষকরা বলছেন, করোনাভাইরাসে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা জানা চেয়ে ৫০ থেকে ৮৫ গুণ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের করোনাভাইরাসের প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ক্যালিফোর্নিয়াতেই, এখন অবশ্য নিউইয়র্কসহ পূর্বাঞ্চলই বেশি বিপর্যস্ত।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ৩০ হাজারের মতো, এর মধ্যে সান্তা ক্লারায় সরকারি হিসাবে আক্রান্ত ১ হাজার ৮৭০ জন, তার মধ্যে ৭৩ জন মারা গেছেন। তবে গবেষণাটি যখন চালানো হয়, তখন

আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ হাজারের মতো, আর মারা গিয়েছিলেন ৫০ জন।

স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের দাবি, সান্তা ক্লারায় আসলে ৪৮ হাজার থেকে ৮১ হাজার মানুষের দেহে নতুন এই করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটেছে, যা শনাক্ত সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

তা হলে তারা অসুস্থ নন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মানবদেহের প্রাকৃতিক সুরক্ষাব্যবস্থা অ্যান্টিবডির কথা বলছেন এ গবেষকরা, যা পরীক্ষা করেই তারা বিপুলসংখ্যকের আক্রান্ত হওয়ার দাবি করছেন।

যে কোনো রোগপ্রতিরোধের ব্যবস্থা মানুষের দেহে সবসময়ই কার্যকর থাকে। মানুষের দেহে যখন বাইরে থেকে অচেনা কিছু প্রবেশ করে, শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যদি তাকে ক্ষতিকর সন্দেহ করে, তখন তা ঠেকাতে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। সেই অ্যান্টিবডি তখন নির্দিষ্ট ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। এই লড়াইয়ে জীবাণু জিতলে মানুষ অসুস্থ হয়।

এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বলেই প্রতিনিয়ত নানা রোগ-জীবাণুর মধ্যে থেকেও মানুষ অসুস্থ না হয়ে সচল থাকে। তবে যার প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয়, তিনি অসুস্থ হন।

স্টানফোর্ডের এ গবেষক দল সান্তা ক্লারার বাসিন্দাদের মধ্যে করোনাভাইরাস প্রতিরোধী অ্যান্টিবডির উপস্থিতি পরীক্ষা করে রোগীর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি বক্তির মধ্যে তা দেখতে পেয়েছেন। অর্থাৎ কোনো না কোনো পর্যায়ে তাদের দেহেও ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেছিল, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারেনি বলে তাদের হাসপাতালে যেতে হয়নি।

এর ভিত্তিতে তারা বলছেন, নতুন করোনাভাইরাস (সার্স সিওভি-২) সার্স কিংবা মার্সের চেয়ে ভয়ানক অবস্থা তৈরি করলেও যে মাত্রায় ভয়ঙ্কর বলা হচ্ছে, আসলে ততটা না।

যেমন এখন শনাক্ত আক্রান্তের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের হার ৪ দশমিক ১ শতাংশ বলা হলেও অশনাক্ত ব্যক্তিদের হিসাবে ধরলে মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ১২ থেকে শূন্য দশমিক ২ শতাংশে নেমে আসবে।

শুধু জেলার মতো একটি এলাকায় এ গবেষণা চালিয়ে এলেও বড় এলাকাজুড়ে

একই গবেষণা চালালে একই ফল আসবে বলে মনে করেন স্টানফোর্ডের গবেষক দল।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইতোমধ্যে ১০ হাজার মানুষের দেহে করোনাভাইরাসের অ্যান্টিবডির উপস্থিতি পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে।

স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক এরন বেনডেভিড গণমাধ্যমকে বলেছেন, আমরা মহামারীর কোন পর্যায়ে আছি, তা বুঝতে এ গবেষণাটি একটি পথ দেখাবে।

ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে এখন যে অবরুদ্ধ অবস্থা চলছে যুক্তরাষ্ট্রে, তা তোলার যে দাবি উঠছে দেশটিতে, এই গবেষণা তার পালে হাওয়া দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

স্বাস্থ্যখাতে এরকম ঝড় উঠবে তা কল্পনার অতীত ছিল: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতে এরকম একটা ঝড় উঠবে তা কল্পনার অতীত ছিল। আসলে ভাইরাসসহ সংক্রামক রোগের কোনো পূর্বের অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে গাইড লাইন অনুসরন করে আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা থেকে আমরা কতগুলো পদক্ষেপ সঙ্গে সঙ্গে নিতে থাকি।

তিনি বলেন, আমরা স্কুল, কলেজসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিই। প্রত্যেকের যাতায়াত আমরা সীমিত করে দিই। আমরা বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর বন্ধ করে দিই। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন সব জায়গায় আমরা বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করি।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫টায় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে সারা বিশ্বে করোনা পরিস্থিতিতে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে অধিবেশন বসাচ্ছি। এটি একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। করোনাভাইরাসে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এ মহামারি মানুষকে বন্দী করে ফেলেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে করোনা আসার সম্ভান পেয়েই আমরা নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদফতর ও আইইডিসিআর যথাযথ কাজ করছে। করোনা চিকিৎসা সরকারিভাবে করা হচ্ছে। দেশের সব জায়গায় এখন করোনা নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে দেশে যেন খাদ্য ঘাটতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখছে সরকার। বর্তমানে ৫০ লাখ মানুষকে রেশন কার্ড দেয়া হচ্ছে। আরও ৫০ লাখ লোককে রেশন কার্ড দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে এক কোটি লোক খাদ্য সহায়তা পাবেন। আর এই এক কোটি লোকের পরিবারের সংখ্যা যদি পাঁচজন হয় তাহলে পাঁচ কোটি লোক খাদ্য সহায়তার আওতায় আসবেন।

মহামারী নভেল করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সারা দেশে অচলাবস্থার মধ্যে সংবিধানের ‘নিয়ম রক্ষায়’ শুরু হয় জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন।

সংসদ অধিবেশনে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনে অংশ নেওয়া প্রধানমন্ত্রীসহ সব সদস্যই মাস্ক পরেন। অনেকের মাথায় সার্জিকাল টুপিও দেখা গেছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে একজন থেকে আরেকজনের ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে পূর্ব পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তুলনামূলক কম সংখ্যক সদস্য অধিবেশনে অংশ নেন।

এর আগে কোরাম পূর্ণ হওয়ার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন ৬০ জন বা তার সামান্য কিছু বেশি সদস্য সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন বলে আগেই সিদ্ধান্ত হয়। সংসদ কক্ষে আইন প্রণেতাদের আসনের মাঝে দূরত্বও দেখা গেছে। এজন্য সিনিয়র সংসদ সদস্য এবং ঢাকার বাইরে অবস্থানকারী সংসদ সদস্যদের উপস্থিত হতে আগেই নিরুৎসাহিত করা হয়।

সংসদে প্রবেশের সময় সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয় বলেও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

অধিবেশনের শুরুতে স্পিকার নভেল করোনাভাইরাস পরিস্থিতি তুলে ধরেন। করোনভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য তিনি শোক প্রকাশ করেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যেও অধিবেশন আহ্বানের কারণ ব্যাখ্যা করেন স্পিকার। সম্ভাব্য সব স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এর পরপরই স্পিকার নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সংসদ অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন।

পরে তিনি সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মনোনয়ন দেন। এ অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন- আ স ম ফিরোজ, আবুল কালাম আজাদ, এ বি তাজুল ইসলাম ও মেহের আফরোজ চুমকি। স্পিকার- ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে এদের মধ্যে অগ্রবর্তীজন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন।

এরপর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন সরকারি কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন উত্থাপন করেন। পরে সংসদে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্পিকার। শোক প্রস্তাব উত্থাপনের পরেই স্পিকার সংসদ অধিবেশন সমাপনীর বিষয়টি সংসদকে অবহিত করেন।

সংসদের এক অধিবেশন শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে আবার সংসদ বসার বাধ্যবাধকতা সংবিধানে রয়েছে। সর্বশেষ ষষ্ঠ অধিবেশন শেষ হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি। সেই হিসেবে ১৮ এপ্রিলের মধ্যে সংসদের অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা ছিল।

অধিবেশন চলাকালে সংসদ ভবনে জনসমাগম এড়াতেও নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীদের খবর সংগ্রহে সংসদে না যেতে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া অধিবেশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়া অন্যদের উপস্থিত না হতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ।

আজ শনিবার ৩১ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বমোট রেজাল্ট এসেছে ১৩৮ টির, সবগুলোই নেগেটিভ

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

বরিশালে করোনা উপসর্গ নিয়ে ৩০ ঘণ্টায় ৩ জনের মৃত্যু

বরিশালে করোনা উপসর্গ নিয়ে ৩০ ঘণ্টার ব্যবধানে ৩ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তবে এর মধ্যে দুই জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ (করোনা আক্রান্ত) এবং একজনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ওই ৩ জন রোগী শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

সবশেষ শনিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে পিরোজপুরের কাউখালীর বিয়ারঝুড়ি এলাকার এক বৃদ্ধ (৮০) মারা যায়। জ্বর, সর্দি-কাশি নিয়ে গত ১৫ এপ্রিল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। তবে মারা যাওয়ার আগে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ হয়।

এর আগে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে বরগুনার বেতাগীর ফুলতলা এলাকার ৭২ বছর বয়সের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। শুক্রবার রাতে তার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ হয়। শ্বাসকষ্ট

নিয়ে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।
এছাড়া গত শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন পটুয়াখালীর কলাপাড়ার এক নারী (৪০) মারা যায়। ওইদিন রাতে তার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ হয়। জ্বর-সর্দি-কাঁশি নিয়ে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই নারীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা তাকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তর করেন।

গত ৩০ ঘণ্টার ব্যবধানে করোনা ওয়ার্ডে ৩ জন রোগী মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. বাকির হোসেন বলেন, মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে একজনের করোনা নেগেটিভ এবং অপর দুইজনের রিপোর্ট পজেটিভ।

সবশেষ দুপুর পর্যন্ত শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ২২জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। এদের মধ্যে ১৬জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন জেলার আগৈলঝাড়ার একটি উপ-স্থাস্থ্য কেন্দ্রের এক চিকিৎসক এবং মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রকে বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেডিকেলে কলেজের ৫ম বর্ষের ওই ছাত্র কয়েক দিন আগে কুমিল্লা থেকে এসে মেডিকেলে কলেজের ছাত্রাবাসে অবস্থান করছিলেন। করোনা উপসর্গ থাকায় তার নমুনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজেটিভ হয়।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে এক ছাত্রের করোনা আক্রান্তের খবরে মেডিকেল কলেজের পেছনের গেট শনিবার সকালে স্থানীয়রা বাঁশ-কাঠ দিয়ে আটকে দেয় বলে জানান মো. রিশাদ নামে এক ব্যক্তি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মরদেহ দাফন করে বেকায়দায়

স্কাউট সদস্যরা, ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না বাড়িতে

নওগাঁয় করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত এক ব্যক্তির মরদেহ দাফন করে বেকায়দায় পড়েছেন চার জন রোভার স্কাউট। শুক্রবার দুপুরে নওগাঁ কেন্দ্রীয় কবরস্থানে সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ছাড়াই মরদেহ দাফন করেছিলেন তারা। এরপর থেকে স্বজনরা তাদের বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না। স্কাউট সদস্যরা হলেন নওগাঁ শহরের মাস্টারপাড়া মহল্লার ফরিদুল ইসলাম, নিরব রহমান, মারুফ হোসেন ও সোহাগ।

স্কাউট সদস্যদের মধ্যে ফরিদ গণমাধ্যমকে জানান, জানাজা শেষে মরদেহ দাফনে ভয় পাচ্ছিলেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের লোকজন। কবরস্থান এলাকায় মরদেহ রেখে তারা (ইফার লোকজন) বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি দাফনের সময়ও কাছে আসেননি তারা। পরে নিজ দায়িত্বে তারা মরদেহ দাফনের কাজ করেছেন। এসময় তাদের শরীরে সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ছিলো না শুধু মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পরে মরদেহ দাফন করেছেন।

এদিকে পিপিই ছাড়াই মরদেহ দাফনের খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বিকেলে স্কাউট সদস্যরা পরিবারে ফিরতে চাইলে পাড়ায় ঢুকতে বাধা দেয় এলাকাবাসী। এমনকি পরিবারের লোকজনও তাদের বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেয়। রাতে ওই চার জন একটি ঘরে রাতযাপন করেছেন। জেলা দাফন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্বারি মোয়াজ্জেম আলী সাংবাদিকদের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

গোপালগঞ্জে ৪ জন নতুন করোনা রোগী সনাক্ত, মোট আক্রান্ত

২১ জন

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় নতুন করে ৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ২১ জন।

আজ শনিবার কাশিয়ানী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো.সাব্বির আহম্মেদ ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.মোঃ কাইয়ূম তালুকদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আক্রান্ত রোগীদের বাড়ী কাশিয়ানী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে। তারা সবাই করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে এলাকায় এসেছেন।

কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.মোঃ কাইয়ূম তালুকদার জানান, গত ১৫ এপ্রিল আক্রান্ত রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকা আইইডিসিআর-এ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। গতকাল শুক্রবার রাতে তাদের পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ এসছে।
তিনি আরও জানান, আক্রান্ত ব্যক্তিদের আইসোলেসনে রাখা এবং পরিবারের সদস্যদের নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

রাতের আধারে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রাতের আধারে খাবার সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

প্রতিদিন রাতে একেকটি ওয়ার্ডের কর্মহীন পরিবারগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে ১ নং ওয়ার্ডে ৩৫০ টি পরিবারে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার পৌর এলাকায় কেউ

না খেয়ে অনাহারে থাকবে না। পৌরসভা সকল অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে থাকব আমি। সরকারের পাশাপাশি আমরা আপনার বাড়িতে পৌছে দেব খাবার সামগ্রী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, শেখ সরাফত, শাহজাহান আলী, প্রমুখ।

মেহেরপুরে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির করোনা নেগেটিভ

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

গতকাল শুক্রবার করোনা সন্দেহে নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৩ জন সহ মোট ২৭২ জনের। গতকাল ফলাফল এসেছে ১ জনের আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির তারও করোনা নেগেটিভ।

এর আগে রিপোর্ট এসেছিল ১০৬ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৭ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে ৩০৫ জন, প্রাতিষ্ঠানিকে ১৭ জন। আইসোলেশনে একমাত্র রোগীটি করোনা মুক্ত।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ফেসবুকে পোস্ট দেখে ব্যার্থ অভিযান ইউএনও’র

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা বাজারে খোলা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে সরকারি চাউল। এমন একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোষ্ট করা হয়। পোস্টটি শেখ মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন নামের একটি আইডি থেকে পাওয়া যায়।

এই পোস্টে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ধানখোলা বাজারের ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমানের ছেলে আল আমীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন।

ঐ ব্যবসায়ী দাবি করেন তার প্রতিষ্ঠানের চাউল সরকারি নয়। ব্যাসায়ীর দাবি বামন্দী বাজারের রেজাউলের নিকট থেকে তিনি চাউল ক্রয় করেছেন। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা বামন্দীর ঐ ব্যাবসায়ীর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। তাতে তিনি জানতে পারেন এগুলো সরকারি চাউল নয়। তারপরও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য গাংনী খাদ্য পরিদর্শক মতিয়ার রহমানকে অভিযানস্থলে তলব করেন। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে এটা সরকারি চাউল নয়।

পরে উপজেলা প্রশাসন ফিরে আসেন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে ফেসবুকে চাউলের অনিয়মের ঘটনা পোস্ট হওয়ায় সরকারের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়। যে কারণে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

পরে প্রমানিত হয় যে আসলে ফেসবুকে যে পোষ্ট করেছে সে না জেনে ভুল তথ্যের উপর পোস্ট করেছে।

তিনি আরও বলেন, পোস্ট কারিকে ঐ স্থানে ডাকা হয়েছিল কিন্তু সে ঢাকায় আছে বলে জানান।

কুষ্টিয়া চাল নিয়ে চালবাজি, গোডাউন সিলগালা

কুষ্টিয়া শহরের চৌড়হাস সিকুর অটো গ্যারেজে রাখা ৮০ বস্তা চাউল নিয়ে নানা গুঞ্জন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশাসন ওই গ্যারেজে অভিযান চালায়। পরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসে গোডাউন সিলগালা করে।

জানা যায়, সিকু একজন অটো গ্যারেজ মালিক। তার সাথে স্থানীয় এক কাউন্সিলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। গতকাল গভীর রাতে দুই অটো যোগে এই চাউল সিকুর অটো গ্যারেজের পাশের গোডাউনে রাখে। এই দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। তারা প্রশাসনকে জানায়।

স্থানীয়দের দাবি, এই চাল ত্রাণের। গভীর রাতে বস্তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

এদিকে সিকুর সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত ১৬ এপ্রিল বিকেলে এই চাউল মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স (দোস্তপাড়া, জগতি, কুষ্টিয়া) থেকে ক্রয় করে সজল ষ্টোর। আমি সেই চাউল আমার গোডাউনে রেখে দিয়েছি। ৮০ বস্তা চাউল ৮৮ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। এটা কোন সরকারি চাউল না। এই চাউল সজল ষ্টোরে না রেখে আপনার এখানে রাখার কারণ কি? জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার ওখানে রাখার জায়গা নেই বলে এখানে রাখা।

এদিকে মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স এর প্রোপাইটর সেলিম উদ্দিনের সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে এই চাউল কেনে সিকু।
এদিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমরা আপাতত এই চাউলের গোডাউন সিলগালা করলাম। পরে তদন্ত করা হবে।

এদিকে এলাকাবাসী আরো জানান, চৌড়হাস এলাকায় ত্রাণ নিয়ে নয়ছয় হয়েছে। অনেকেই চাউল পায়নি। এই এলাকার কাউন্সিলর ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা সমস্যা আছে। তাদের দাবি এবিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের।